SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নারী অধিকার চর্চা: রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রাগ্রসর ভাবনা

শিরিন আক্তার,- সিনিয়র লেকচারার , ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস , বাংলাদেশ , ঢাকা
মেহেদী হাসান শুভ, শিক্ষার্থী , ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস , বাংলাদেশ , ঢাকা

ORCID -
https://orcid.org/0009-0004-7230-3905
e-mail -**shirin.akter@ulab.edu.bd**
Received Date- 31.12.2025
Selection Date – 13.01.2026
Page- 153-163

Keywords

Nineteenth Century, Bengal Region, Feminist Thought, Raja Ram Mohan, vidyasagar, Progressive Thought, Modren Ideology.

Abstract-

This study looks at the ideas of Raja Rammohan Roy and Ishwar Chandra Vidyasagar, two men who were ahead of their time in nineteenth-century Bengal. They were the first to think about womens rights in a way. Raja Rammohan Roy and Ishwar Chandra Vidyasagar were really important because they helped start a conversation about womens rights that would continue to grow. At that time women in Bengal were mostly stuck at home. Were not considered equal, to men. The work of Raja Rammohan Roy and Ishwar Chandra Vidyasagar was a deal because it challenged the way things were. Rammohan Roy was a supporter of rational thinking and he wanted people to look at scripts in a new way. He was really, against the practice of satidaho, which's when a widow dies with her husband. Rammohun Roy thought that women should have the right to live and control what happens to their bodies. He also believed that women should get an education. He thought that education would help women stop believing in superstitions.Vidyasagar did something. He used his knowledge to support the Hindu Widows Remarriage Act of 1856. This was a deal because it helped women who had already been married. He wanted to change the way people think about widows. He believed that widows should be treated with respect and have a life. Two people who wanted to make things better used Indian ideas to show that what they were saying was right. They looked at Hindu scriptures in a way to argue against people who did not want change. They

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

worked with the system that the colonial people had set up to make social change happen. What they did started conversations about things like marrying too young and having many wives. They mostly helped women from a group and did things in a way that was still somewhat controlled by men.. You can tell that they wanted things to get better for women. Their ideas, about the future were really forward thinking. This study argues that by establishing women's issues as subjects of legal reform, rational debate and humanitarian concern, Roy and Vidyasagar laid the indispensable intellectual and activist groundwork for the more comprehensive feminist movements that followed in Bengal. Their legacies are not merely historical but are integral to understanding the trajectory of gender justice in the region.

Main Discussion

নারীবাদ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Feminism। Feminism শব্দটি এসেছে ফরাসি শব্দ Femminisme থেকে। Femme অর্থ নারী Isme অর্থ মতবাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফরাসি সমাজতন্ত্রী চার্লস ফুরিয়ার (Charles Fourier) সর্বপ্রথম 'Feminism' শব্দটি আবিষ্কার করেন। ১৮৮০ এর দশকে ফ্রান্সে শব্দটি গৃহীত হয় পরে ইংরেজি ভাষায় গৃহীত হয়। খ্যাতনামা ফরাসি দার্শনিক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক সিমোন দ্য বোভোয়ার মনে করেন কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না বরং হয়ে ওঠে নারী (Beauvoir 1949)। নারী সম্পর্কিত বহুল আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় এই মন্তব্যটি থেকে নারী সম্পর্কিত সমাজভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় । মূলত একজন মানুষ হিসেবে নারী তার পরিপূর্ণ অধিকারের দাবী হলো নারীবাদ। নারী অধিকার চর্চা ও নারী স্বাধীনতা আলোচনা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নারীবাদ । বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান লিঙ্গভিত্তিক সমাজভাবনা পুরুষের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দায়িত্ব অর্পণ করে এবং নারীকে গোটা সংসারের বোঝা বহনকারী এবং নানা পীড়নের মধ্যে ঠেলে দেয়- এ ধরনের একপাক্ষিক মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে নারীবাদ। সেই সাথে বিরাজমান ক্ষমতা কাঠামো আইন-কানুন, রীতি-নীতি যা নারীকে অধীনস্থ ও হীন করে রাখে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নারীবাদ। নারীবাদ হল একটি সামাজিক আন্দোলন, যা নারীর ইমেজ এর পরিবর্তন, লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ এবং পুরুষের মতো নারীর সমান অধিকার অর্জনের প্রয়াসী। মূলত নারীবাদ পুরুষবিদ্বেষী কোনো মতবাদ নয় বরং নারীর পশ্চাৎপদতা, নারীর অধিকারহীনতা, বঞ্চনার কারণ অণ্বেষণ করা ও সেগুলোর মোচন করার পন্থা বের করাই নারীবাদের উদ্দেশ্য (Rahman, 2022) উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলার সমাজে নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা-অবস্থা ও অশিক্ষা ছিল সে সময়কার নিত্য বাস্তবতা। এই সামাজিক অন্ধকারে আলোর প্রদ্বীপ হয়ে আসেন দুই মহাপুরুষ– রাজা রামমোহন রায়(১৭৭২-১৮৩০) ও

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর(১৮২০-১৮৯১)। নারীর অধিকার চর্চায় তাঁদের কাজ শুধুমাত্র নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কার নয় বরং সমাজে নারী-অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেওয়ার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

ক

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২ – ১৮৩৩) উনিশ শতকের বাংলায় নবজাগরণের অগ্রদূত। তিনি বিশ্বাস করতেন নারীর অবমাননা কেবল মানবিক অধিকার লঙ্ঘন নয়, সমাজের উন্নয়নেও বাধা (Chatterjee, 1999)। তিনি পশ্চিমা যুক্তিবাদ ও উদার মানবতাবাদকে আধার করে হিন্দু সমাজের কুসংস্কার ও অনাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালান (Gupta, 2001)। নারীবাদী দৃষ্টিতে রামমোহনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো নারীর জীবন, মর্যাদা ও শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তা। তাঁর নারী শিক্ষা বিষয়ক ভাবনাকে 'সমাজের আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ' বলে বর্ণনা করা হয় (Ray, 2014)। তাঁর বিভিন্ন লেখায় স্পষ্ট যে, নারীকে তিনি পুরুষের পরিপূরক নয়, স্বাধীন চিন্তার মানুষ হিসেবে দেখেছেন। *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ* ইত্যাদি লেখায় সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নারীর অস্তিত্বের সবচেয়ে নিষ্ঠুর প্রথা ছিল সতীদাহ। রামমোহন এর বিরুদ্ধে তথ্য ও ধর্মীয় যুক্তির দ্বারা দু'দিক থেকে লড়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ সমাজে পত্রিকা ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন যে বেদের কোনো অংশেই স্ত্রীকে স্বামী-মৃত্যুর পর দগ্ধ করার আদেশ নেই (Roy, 1820)। তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামের ফলেই গভর্নর লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ আইন প্রণয়ন করেন (Ghosh, 2010)।

রামমোহন রায় নারীশিক্ষার গুরুত্ব বুঝতেন, যদিও তাঁর জীবদ্দশায় বৃহৎ পরিসরে বিদ্যালয় গঠন হয়নি। তবে তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীশিক্ষা ও নৈতিক চেতনা প্রচারে উদ্যোগ নেন (Sen, 1988)। তাঁর রচনা *Precepts of Jesus* ও *The Brahmunical Magazine*-এ নারীর শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ রয়েছে।

নারীবাদী বিশ্লেষণে রামমোহনকে বলা যায় একজন লিবারেল ফেমিনিস্ট – যিনি সমতা ও আইনি অধিকার নির্ভর সংস্কার চেয়েছিলেন (Basu, 2003) । তিনি নারীকে সমাজের অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তবে অনেকেই তাঁর চিন্তাকে মনে করেন- শহুরে মধ্যবিত্ত নারীর অবস্থায় সীমাবদ্ধ ছিল; শ্রমজীবী বা নিম্নবর্গীয় নারীর সমস্যা তাঁর লেখনিতে অল্প প্রতিফলিত হয়েছে। এই সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে তিনি আসলে ভারতীয় নারী মুক্তির ইতিহাসে বাংলার পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রতিভাত হন। এর পর আমরা দেখতে পাই এ পথে এগিয়ে আসেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

খ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০ – ১৮৯১) ব্রিটিশ ভারতের একজন শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও সমাজসংস্কারক। তিনি বিশ্বাস করতেন –অজ্ঞ জনের মুক্তি শিক্ষাতেই। নারীর ক্ষেত্রেও এই নীতিই প্রযোজ্য হবে বলে তিনি

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

বলে গেছেন (Vidyasagar, 1854)। বিদ্যাসাগর নারীকে শিক্ষিত হওয়ার অধিকারী হিসেবে দেখেছেন যা তৎকালীন সমাজে একটি বিপ্লবী ভাবনা ছিল। ১৮৫০-এ *সর্ব্বশুভকরী* পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগরের *বাল্যবিবাহের দোষ* প্রবন্ধ । সেখানে সৃষ্টিকর্তা যে জগতের সকল প্রাণীর মধ্যেই নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করে সমতা বিধান করেছেন এবং মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই যে বিবাহের প্রচলন ছিল না- সে বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। বিবাহের উৎস সম্পর্কে লিখেছেন- "জগৎসৃষ্টির কত কাল পরে মনুষ্যজাতির এই বিবাহসম্বন্ধের নিয়ম চলিত হইয়াছে, যদ্যপি তদ্বিশেষ নির্দেশ করা অতি দুরূহ, তথাপি এইমাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে যখন মনুষ্যমণ্ডলীতে বৈষয়িক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ নির্মলতা ও রাজনীতির কিঞ্চিৎ প্রবলতা হইতে আরম্ভ হইল এবং যখন আত্মপরবিবেক, স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য, মমতাভিমান ব্যতিরেকে সংসারযাত্রার সুনির্বাহ হয় না, বিবাহসম্বন্ধই ঐ সকলের প্রধান কারণ, ইত্যাকার বোধ সকলের অন্তঃকরণে উদয় হইতে লাগিল, তখনি দাম্পত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ বিবাহের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই(Vidyasagar,1850)"। এই প্রবন্ধের চৌত্রিশ বছর পর ১৮৮৪-এ প্রকাশ পেয়েছে ফ্রেডরিখ অ্যাঙ্গেলসের *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি* । সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের গোড়াপত্তন হয়েছে যে গ্রন্থের আলোকে- সেখানেও ব্যক্তিগত মালিকানাতে পরিবার ও রাষ্ট্রের উৎস সন্ধানে নারীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয়ের পেছনে সম্পদ বা সম্পত্তি বিষয়ে মানুষের মূলত পুরুষের বৈষয়িক জ্ঞান ও পুরুষ-আধিপত্যের রাজনীতিকেই চিহ্নিত করা হয়েছে (Engels, 1884)। আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিদ্যাসাগর এবং অ্যাঙ্গেলস – দুজনেরই জন্ম ১৮২০ সালে! সতীদাহপ্রথা, বাল্যবিবাহপ্রথা বা বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে যে তুমুল বাধা তার সবকিছুর পেছনেই এই সম্পদের অধিকার ও পুরুষ-আধিপত্যের রাজনীতিই যে বিদ্যমান সেটি স্পষ্টতই বুঝেছিলেন ভারতবর্ষের নারীদের দুই উদ্ধারকর্তা রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে বিদ্যাসাগর দেখিয়েছেন- পূর্বে সব জাতির মধ্যেই বেশি বয়সে বিয়ের প্রথা চালু ছিল। শাস্ত্রে আট প্রকার বিয়ের রীতি মানা হতো। তার মধ্যে গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ – এই চার প্রকার বিয়ের রীতি বেশি প্রচলিত ছিল – এই বিয়েগুলো 'অধিকবয়োনিষ্পন্ন' হতো অর্থাৎ নারীর অধিক বা যথাযথ বয়সেই নিষ্পন্ন হতো। এছাড়া স্বয়ম্বর প্রথাও চালু ছিল- অধিক বয়সের নারীরাই সেই বিয়ের অধিকার পেত। ফলে আট বছরের কন্যা বিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে পিতামাতার 'গৌরীদানজন্য পুণ্যোদয়', নয় বছরের কন্যার বিয়ের ফলে 'পৃথ্বীদানের ফল লাভ' এবং দশ বছরের কন্যার বিয়ের ফলে 'পরত্র পবিত্রলোকপ্রাপ্তি' হয় – এসবই যে কল্পিত এবং 'পরিণাম-বিবেচনা-পরিশূন্য' তা ইতিহাস-শাস্ত্র-যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন তিনি সেই প্রবন্ধে।

দেশ-কাল-পাত্রভেদে নারীবাদের কোনো একক সংজ্ঞা আজও তৈরি হয়নি। তবে, দেশ-কাল-পাত্রভেদেই এর চর্চা নিজস্ব আদলে চলেছে এবং চলছে। আজকের নারীবাদের বীজ পশ্চিম ইউরোপে বুর্জোয়া শ্রেণির অভ্যুত্থানের মধ্যেই নিহিত। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার ওপরে যে বুর্জোয়া শ্রেণি প্রতিষ্ঠিত সেখানে ছিল লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনের চর্চা। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় পুরুষ পেল বাইরের জগতের উৎপাদনমুখী কাজের অবাধ

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

সুযোগ। পুরুষের এই ভূমিকাই মুখ্য হিসেবে গণ্য হলো। অন্যদিকে নারীর জন্য বরাদ্দ হলো অন্দরমহল এবং প্রজনন সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম। সন্তান ধারণ, পালন-পরিচর্যা, রান্না, পারিবারিক পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় নারীর সামাজিক সংশ্লিষ্টতা বা অবদান হিসেবে গণ্য হলো। বাইরের জগতে পুরুষের উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার তুলনায় অন্দরে নারীর প্রজনন সংশ্লিষ্টতা বিশেষভাবেই গৌণ হয়ে রইলো। অবশ্য এই সমস্তকিছুর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী উচ্চারণটিও এসেছে বুর্জোয়া চিন্তাবিদদের মধ্য থেকেই। আঠারো শতকের বুদ্ধিজীবী মেরি উলস্টোনক্রাফট এবং উনিশ শতকে জন স্টুয়ার্ট মিল প্রথম চিহ্নিত করলেন যে- শিক্ষা এবং জ্ঞান থেকে নারীকে বঞ্চিত করার মধ্য দিয়েই তাদের অন্দরমহলে বন্দি রাখার সুব্যবস্থা করা হয়। আরো পরে ১৯৪৯ সালে ফরাসি দার্শনিক সিমোন দ্য বোভায়া তাঁর *সেকেন্ড সেক্স* বইয়ে সামাজিক অবস্থানে নারীর ভূমিকাকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে দেখান যে- মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে নারী মূলত দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত (Beauvoir,1949)! নারীবাদ বিষয়ে এসব খবর বিদ্যাসাগরের জানার কথা নয়। নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী মেরি কার্পেন্টার ভারতবর্ষে পৌঁছানোর বহু আগে থেকেই বিদ্যাসাগর নিজস্ব বিবেচনায় এক বিশেষ নারীবাদের চর্চা শুরু করেছিলেন। তাঁর সেই বিশেষ নারীবাদের সূচনায় ছিল অদম্য যৌক্তিক মানবতাবাদ। এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে- মেরি কার্পেন্টারের সঙ্গেও যৌথভাবে মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে, *বাল্যবিবাহের দোষ* প্রবন্ধে নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই বাল্যবিবাহ শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির কী কী কারণ হয়ে ওঠে তা প্রমাণের জন্য যেসব যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন সেসব যুক্তি আজও সমানভাবে প্রযোজ্য।

গ

নিজের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন সেখানে দুটো ঘটনা উল্লেখের পর তিনি নারী বা স্ত্রীজাতি সম্পর্কে তাঁর অবস্থান প্রকাশ করেছেন। প্রথম ঘটনাটি তাঁর পিতা ঠাকুরদাসের মুখে শোনা। লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে ঠাকুরদাস কলকাতায় গিয়ে যাঁর আশ্রয়ে ছিলেন তাঁর আর্থিক অবস্থাও খুব একটা ভালো ছিল না। প্রায় দিনই তাঁকে উপবাস করতে হতো। এমনি এক ক্ষুধায় জর্জরিত দিনে একমাত্র সম্পদ পিতলের থালাটি বেচার উদ্দেশ্যে ঠাকুরদাস পথে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু থালা বিক্রি করতে ব্যর্থ হলেন। ক্ষুধার যন্ত্রণা তখন সহনাতীত। এমনি সময়ে এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী তাঁকে মুড়ি-মুড়কি-দই খাইয়ে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। শুধু সেদিনের জন্যে নয়, পরবর্তী যে-কোনো অনাহারের দিনেও তিনি খাবারের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন ঠাকুরদাসকে। বিদ্যাসাগর লিখেছেন- "পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারক উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল।" (Vidyasagar) তাঁর ধারণা হয়েছিল- কোনো পুরুষের পক্ষে এমন দয়া ও বাৎসল্য প্রকাশ সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ঘটনাটি তাঁর নিজের জীবনেই ঘটেছিল। শৈশবে পিতার সঙ্গে কলকাতায় পড়তে এসে যে বাড়িতে তিনি আশ্রিত ছিলেন সেই বাড়ির বিধবা কন্যা রাইমণির কাছে পেয়েছিলেন মাতৃসম স্নেহ। রাইমণির পুত্র বিদ্যাসাগরেরই সমবয়সী ছিল। নিজের পুত্র এবং বিদ্যাসাগরকে একইভাবে যত্ন করতেন তিনি। রাইমণির

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

স্মৃতিচারণ করতে গেলেই চোখে জল জমে যেত তাঁর। এ প্রসঙ্গে লিখেছেন- "আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয় সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই (Vidyasagor,1969)।" পরবর্তীকালে ১৮৭২ সালের জুন মাসে হিন্দু বিধবাদের সাহায্যার্থে 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্যুইটি ফান্ড' গড়ে তুলেছিলেন তিনি। কেননা, স্বামীর মৃত্যুর পর হিন্দু নারীর আর্থিক অনটনের দৈন্যদশা প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে তাঁকে। তখন পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার ছিল না।

১৮৫৩ সালের শেষের দিকে এক রাতে পরাশর-সংহিতা পড়তে পড়তে 'পাইয়াছি, পাইয়াছি' বলে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিলেন বিদ্যাসাগর। সে-রাতে পেয়েছিলেন সেই শ্লোক-

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধিয়তে"।(Smriti,chapter 4,Verse 30)

আরো দু-বছর এ-বিষয়ে অধ্যয়ন করে এর স্বপক্ষে নানা উদ্ধৃতি সংগ্রহ করেন। ১৮৫৫ সালে *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা – এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* প্রকাশের পূর্বে পুনরায় গ্রামের বাড়ি যান। বিদ্যাসাগর জীবিত থাকাকালেই চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-ঘটনার পরবর্তী অংশ সম্পর্কে লিখেছিলেন।

ব্যক্তিগত দারিদ্র্য জয়ের মধ্য দিয়ে যে-লড়াই শুরু হয়েছিল তাঁর সেই লড়াই ছড়িয়ে পড়েছিল সবখানে – "একদিকে স্বার্থপরতা, জড়তা, মূর্খতা ও গুণ্ডামি, – অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার, পুরুষের হৃদয়-শূন্যতা, নির্জীব জাতির নিশ্চলতা অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির বল, উপধর্মের উৎপীড়ন, অপ্রকৃত হিন্দু ধর্মের গণ্ডমূর্খ ও স্বার্থপর ভট্টাচার্যদিগের মত অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জীব, নিশ্চল তেজোহীন বঙ্গসমাজ, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" (Bandoadhyay,1877)। বিধবাবিবাহের আন্দোলনে নেমে একে একে বন্ধু হারালেন তিনি। যাঁরা তাঁকে সমর্থন করেছিলেন তাঁদের অনেকেই পিছু হটলেন। কিন্তু অটল ছিলেন বিদ্যাসাগর। বিধবাবিবাহের খরচ মেটাতে ঋণে জর্জরিত হলেন। প্রেসের অর্ধেক মালিকানা বিক্রি করতে বাধ্য হলেন। দুর্গামোহন দাসকে লেখা তাঁর তারিখবিহীন এক চিঠি থেকে জানা যায় বিধবাবিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য যে-ফান্ড গঠন করা হয়েছিল সেখানে অনেকেই সাহায্য প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও শেষ পর্যন্ত কথা রাখেননি। এ কাজের জন্য দুর্গামোহন দাসের অর্থ সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র বিদ্যাসাগরের কাছে জমা ছিল। সেসব কাগজপত্র দিতে দেরি হওয়ার কারণ এবং ফান্ড বিষয়ে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লেখা আছে চিঠিতে- "তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবাবিবাহের ব্যয়নির্বাহার্থে লইয়াছিলাম, কেবল তোমার নিকট নহে অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এ সকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহপক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্যদান অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এ বিষয়ের ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আয় ক্রমে খর্ব হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং আমি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। সেই সকল ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলে, আমাকে এরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত না। কেহ মাসিক, কেহ এককালীন, কেহ বা উভয় এইরূপ নিয়মে অনেকে দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে কেহ কোন হেতু দেখাইয়া, কেহ বা তাহা না করিয়াও, দিতেছেন না। অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্যদান স্বাক্ষর কর। এককালীনের অর্ধমাত্র দিয়াছ, অবশিষ্টার্ধ এ পর্যন্ত দাও নাই এবং কিছুদিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ। এইরূপে আয়ের অনেক খর্বতা হইয়া আসিয়াছে কিন্তু ব্যয় পূর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং এই বিষয় উপলক্ষ্যে যে ঋণ হইয়াছে তাহার সহসা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমি এই ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে, আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম" (Vidyasagar,1903)। এছাড়া, তারিখবিহীন মহারানী স্বর্ণময়ীকে লেখা চিঠিতে জানা যায়, সুদবিহীন যে সাত হাজার পাঁচশো টাকা ধার করেছিলেন তা পরিশোধের তথ্য। প্রথম অনুষ্ঠিত বিধবাবিবাহের পাত্রপাত্রী শ্রীশচন্দ্র ও কালীমতিকে নিজের ব্যক্তিগত ফান্ড থেকে উপহার দিয়েছিলেন দশ হাজার টাকা। অথচ সে-সময় তাঁর নামে বিধবাবিবাহের ফান্ড থেকে অর্থ উৎকোচের অভিযোগ করছিল তাঁর বিরোধীপক্ষ। আরো ভয়ানক ছিল বিধবা নারীদের জড়িয়ে তাঁকে নিয়ে গড়া মুখরোচক অশ্লীল গালগপ্পের আয়োজন। এ-বিষয়ে *শিবমোহিনী ও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ* প্রবন্ধে কল্যাণী দত্ত শিবমোহিনী নামে নিজের বিধবা পিসিমার বিয়ের অভিজ্ঞতায় লিখেছেন – "১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন প্রচলিত হওয়ার পরে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বহু বিধবার বিবাহ হয়েছি" (Dutta, 2000)। বর্ণহিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধতা খুব কিছু হ্রাস পায়নি। আর বহু অর্থব্যয়ে বিদ্যাসাগর যাঁদের বিবাহ দিতে পেরেছিলেন তাঁরাও অনেকেই ঠিক নিরাপদ দাম্পত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হননি। এমন ঘটনাও বিরল নয় যে, একাধিক পত্নী বর্তমানে তাদের স্বামী বিদ্যাসাগরকে ঠকিয়ে তাঁর দেওয়া যৌতুক নিয়ে বিধবা বিবাহ করেছিলেন।' অনেক বিধবা মেয়ের বাবাও বিয়ের নাম করে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে টাকা নিতেন কিন্তু মেয়েকে বিয়ে দিতেন না। এমনকি, একমাত্র পুত্র বিধবাবিবাহ করায় স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য সংকটজনিত দূরত্ব হয়েছিল। এইসব ঘটনা বিদ্যাসাগরকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। ফলে, এত তিক্ত অভিজ্ঞতায় স্নাত মানুষটির পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব ছিল না। চূড়ান্ত অসুখী মানুষটির আত্মযন্ত্রণা অনুভব করেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন, কাকের বাসায় ভুল করে যেমন কোকিল ডিম পেড়ে যায় তেমনি হয়তো বিধাতাও ভুল করে বাঙালিকে 'মানুষ করিবার ভার' দিয়ে বিদ্যাসাগরকে পাঠিয়েছিলেন (Tagore,1961)। সেই ভার কাঁধে নিয়ে – 'তিনি

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

নিজের মধ্যে যে অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন, চারি দিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তাপ্রাপ্ত হন নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন – আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিকস, এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য (Tagore,1961)।' ফলে, জীবনের শেষ সময়ে কলকাতা ছেড়ে কর্মাটাঁড়ে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করার সিদ্ধান্ত আসলে 'এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল।' কিন্তু এ ধিক্কার কেবল তথাকথিত শিক্ষিত নাগরিক ভদ্রসমাজের প্রতি। মেরি উলস্টোনক্রাফট এবং জন স্টুয়ার্ট মিল শিক্ষা এবং জ্ঞান থেকে নারীকে বঞ্চিত করার মধ্য দিয়েই তাদের অন্দরমহলে বন্দি রাখার যে-সংকটকে চিহ্নিত করেছিলেন, কিংবা ভার্জিনিয়া উলফ যেভাবে চেয়েছিলেন নারীর জন্য নিজস্ব একটা ঘর বা আর্থিক নিশ্চয়তা কিংবা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যেমন করে সুলতানার স্বপ্নে পেয়েছিলেন নারীর প্রতি মানবিক ও নিরাপদ এক রাষ্ট্রের ধারণা । আরো পরে, সিমোন দ্য বোভায়া সামাজিক অবস্থানে নারীর ভূমিকাকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্তির পরিচয়ের জাল ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন – বিদ্যাসাগর হয়তো আদতে এঁদের কারো মতোই নন। বিদ্যাসাগর তাঁর মানবিক ও যৌক্তিক হৃদয় দিয়ে নারীর জন্যে গড়ে তুলেছিলেন একটা নিজস্ব কর্তব্য-কর্মজগৎ – হয়তো তাঁর সেই নিজস্ব জগতের সূত্রগুলোই অন্যরকম 'বিদ্যাসাগরীয় নারীবাদ' রচনা করেছে।

ঘ

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নারী অধিকার চর্চা নিয়ে রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তার সাজুয্য সন্ধানে নিচের ছকটি প্রাসঙ্গিক হবে বলে আশা করা যায়:

বিষয়	**রাজা রামমোহন রায়**	**ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**
মূল কেন্দ্র	আইন ও ধর্মীয় সংস্কার	শিক্ষা ও সামাজিক সংগঠন
প্রধান অর্জন	সতীদাহ নিষিদ্ধ (১৮২৯)	বিধবা বিবাহ প্রবর্তন (১৮৫৬), নারীবিদ্যালয়
নারীশিক্ষা দৃষ্টিভঙ্গি	ধারণাগত ও দার্শনিক	বাস্তব ও প্রাতিষ্ঠানিক

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

নারীবাদী ধারা	উদারবাদী ফেমিনিজম	সামাজিক ফেমিনিজম
সীমাবদ্ধতা	শহরকেন্দ্রিক সংস্কার	ধর্মীয় পরিসীমা অতিক্রম না করা

ছক ১: রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তার তুলনামূলক আলোচনা

দু'জনেই নারীকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। রামমোহন চিন্তায় নারীর অধিকার নির্ভর আইন সংস্কারে প্রভাব রাখেন আর বিদ্যাসাগর বাস্তব প্রয়োগে শিক্ষা ও সামাজিক সংগঠনের দিক দেখান। দুজনের মধ্যে একজন 'ভিত্তি নির্মাতা' অন্যজন 'গঠন প্রণেতা' বলে বলা যায়।

ও

নারীবাদী বিতর্কে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর কে 'Proto-Feminists' (প্রাক-নারীবাদী) হিসেবে ধরা যায় (Sarkar, 2008)। তাঁরা নারীকে অবমাননার বস্তুর চেয়ে চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের অভিযান পরে বাংলা নারী আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করে যা কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, বেগম রোকেয়া প্রমুখের যাত্রার পথ প্রসারিত করে তোলে। তবে সার্বিককভাবে বলা যায় – তাঁদের চিন্তা পুরুষকেন্দ্রিক নৈতিকতার অন্তরালে আবদ্ধ ছিল। নারীকে 'মা' বা 'গৃহিণী' রূপে আদর্শায়িত করা ছিল তাদের আলোচনার অন্তর থেকে পুরোপুরি বের হওয়া সম্ভব হয়নি (Chakraborty, 2015)। তবুও তাদের সাহসী সংস্কার ও মানবতাবাদী চিন্তা ভারতবর্ষীয় নারী অধিকার আন্দোলনের প্রথম ভিত্তি।রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের সমাজ সংস্কার ভাবনার মূলে তোঁদের উদারনৈতিক মানবতাবাদ কাজ করেছে। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর–এর চিন্তা ও কর্ম উনিশ শতকের ভারতীয় নারী-মুক্তির প্রথম পাঠ। রামমোহন নারীর জীবনের অমানবিক প্রথা ভাঙতে আইনি ও ধর্মীয় সংস্কারে সংগ্রাম করেন; বিদ্যাসাগর শিক্ষা ও সমাজসংগঠনের মাধ্যমে নারীর অধিকার বাস্তবে রূপ দেন। তাঁদের চিন্তা ও কর্ম পরবর্তী সব নারী আন্দোলনের মূল আলোকস্তম্ভ হিসেবে অবস্থান করে আছে। উভয়েই নারীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নারীর জন্য একটি আইনি ও শিক্ষামূলক ভিত্তি তৈরি করেন এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষার পথকে প্রশমিত করার পথ তৈরি করেছেন উভয়েই। আধুনিক নারীবাদী পঠন-পাঠনের শৃঙ্খলাবদ্ধ চর্চার জায়গা থেকে উভয়ের চিন্ত ও দর্শনে সীমাবদ্ধতা থাকলেও উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই কেবল নারীবাদী ভাবনারই প্রতিনিধিত্ব করে না বরং সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ও প্রগতিশীল ভাবনার প্রতিভূ হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে মনে হয়।আজও নারী সমতা, শিক্ষা ও অধিকার নিয়ে লড়ছে তখন এই দুই মানবতাবাদীর আদর্শ আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতেও এমন ভাবনা অনুসারীদের পথ দেখাবে।

SAMSAPTAK
OPEN ACCESS
e-ISSN: Applied for (Online)
An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

References

Bandyopadhyay, S. (2011). From Plassey to Partition: A History of Modern India. New Delhi: Orient BlackSwan.

Basu, A. (2003). Women in Indian Society: Historical Perspectives. New Delhi: Sage Publications.

Chakraborty, T. (2015). "Revisiting the Feminist Legacy of the Bengal Renaissance." Indian Historical Review, 42(1), 55-72.

Chatterjee, P. (1999). The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton University Press.

Chaudhuri, S. (1998). Feminism in India. Kolkata: K.P. Bagchi & Co.

Chaudhuri, S. (2005). Social Reforms in Bengal. Kolkata: Progressive Publishers.

Ghosh, A. (2010). "Sati Abolition and Reform Politics in Colonial India." Modern Asian Studies, 44(3), 543-567.

Gupta, P. (2001). "Rammohan Roy and the Making of Liberal India." Economic and Political Weekly, 36(12), 1102-1110.

Ray, S. (2014). Gender and Education in Colonial Bengal. New Delhi: Routledge India.

Roy, R. (1820). Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females. Calcutta: Brahmo Press.

Sarkar, S. (2008). Modern India 1885-1947. Macmillan Publishers.

Sen, I. (1988). Women and Social Change in India. New Delhi: Heritage Publishers.

Vidyasagar, I. (1854/2011). Barna Parichay and Other Essays. Reprint. Kolkata: Asiatic Society.

Vidyasagar, I. C. (1850). Balyabibaher dosh. Sarvashubhakari Patrika.

Reprinted in Ishwar Chandra Vidyasagar Rachanabali (Vol. 1, pp. 34–59). Kolkata: Ananda Publishers, 1983.

Vidyasagar, I. C. (1855). Bidhobabibaha prachalit howa uchit kina: Etad-bishayak prostab. Kolkata: Vidyasagar Press.

Reprinted in Ishwar Chandra Vidyasagar Rachanabali (Vol. 2, pp. 7–92). Kolkata: Ananda Publishers.

Vidyasagar, I. C. (n.d.). Atmojiboni [Autobiography]. In Ishwar Chandra Vidyasagar Rachanabali (Vol. 4, pp. 275–288). Kolkata: Ananda Publishers.

Vidyasagar, I. C. (1969). Chithipatro sangraha (R. Mitra, Ed.). Kolkata: Bangiya Sahitya Parishad.

(Letters to Durgamohan Das, pp. 214–216; Letter to Maharani Swarnamoyee, pp. 238–240).

Bandopadhyay,C.(1877). "Life of Vidyasagar,"in Bangadarshan.

Engels, F. (1985). The origin of the family, private property and the state (Original work published 1884). London: Penguin Classics. (Ch. 2–3, pp. 65–110)

Wollstonecraft, M. (1792). A vindication of the rights of woman. London: J. Johnson. (Ch. 4–5, pp. 83–132)

Mill, J. S. (1869). The subjection of women. London: Longman, Green, Reader, and Dyer. (Ch. 1, pp. 1–33)

SAMSAPTAK
OPEN ACCESS
e-ISSN: Applied for (Online)
An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

Beauvoir, S. de. (1949). Le deuxième sexe [The second sex] (Vols. 1–2). Paris: Gallimard. (Vol. 1: "Facts and Myths," pp. 9–120; Vol. 2: "Lived Experience," pp. 201–230)
Woolf, V. (1929). A room of one's own. London: Hogarth Press. (Ch. 3, pp. 38–59)
K. M Bodiar Rahman. (2022). Pashchatya Sahitya tatto O Sahitya Somalochona. Kathashilpa Publishers(Ch. 11, pp. 325-352)
Rokeya Sakhawat Hossain. (2005). Sultanar swapna [Sultana's dream]. In Rokeya Rachanabali (pp. 35–54). Dhaka: Bangla Academy. (Original work published 1905)
Bandopadhyay, C. C. (1992). Vidyasagar charit [Biography of Vidyasagar]. Kolkata: Ananda Publishers. (Original work published 1873, pp. 61–98)
Tagore, R. (1961). Vidyasagar charit. In Rabindra Rachanabali (Vol. 11, pp. 791–805). Santiniketan: Visva-Bharati.
Datta, K. (2000). Shibmohini o Vidyasagar prosongo [Shibmohini and Vidyasagar]. In H. Bhattacharya (Ed.), Vidyasagar chinta o prasongikata (pp. 143–156). Kolkata: Pustak Bipani.
Bhadra, G. (2012). Ishwar Chandra Vidyasagar: Juktibad, manabatabad o samajsanskar [Rationalism, humanism, and social reform]. In Samajik chinta o Vidyasagar (pp. 5–29). Dhaka: Bangla Academy.
Nandy, A. (1994). The illegitimacy of nationalism: Rabindranath Tagore and the politics of self (pp. 46–58). New Delhi: Oxford University Press.